Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবীবা

রোলঃ 23090120450

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবীবা

রোলঃ 23090120450

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হাবীবা, আইডিঃ 23090120450 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উম্মে হাবীবা

(স্বাক্ষর)

উম্মে হাবীবা

আইডিঃ 23090120450

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

“নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম 6

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা 7

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী 9

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা 11

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা : 12

নারীর পর্দার পক্ষে যুক্তি 15

পর্দা নারীর স্বভাবজাত চাহিদা 17

পর্দা আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক 18

আত্মবিশ্বাস: 20

পর্দা প্রেম ভালোবাসার বন্ধন 21

পর্দা কি শিক্ষা ও প্রগতির অন্তরায় 23

পর্দাহীনতার পরিণতি 24

নামকা ওয়াস্তে পর্দা 25

বর্তমানে মায়েদের চরিত্র 26

পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা: 33

রাসূল ﷺ-এর আগমণসেই : 34

- ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়—এই কেমন স্বাধীনতা? 38
- অর্ধেক জনশক্তি—এই যুক্তির প্রতারণা 39
- ইসলাম নারীদের ঘরের রাণী বানিয়েছে 40
- ঘর পরিষ্কারের আসল নিয়ত কী হওয়া উচিত? 44
- শিশুদের সঠিক শিক্ষা না হওয়ার মূল কারণ 45
- ঈমান শিক্ষা দেওয়ার এক অনুপম ঘটনা 46
- সারকথা 48

মুসলিম বোনদের প্রতি খোলা চিঠি...50

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَ ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

সকলের কল্যাণ কামনা করে, শুরু করছি পর্দা নারী জন্য নিপীড়ন নাকি মর্যাদার প্রতীক। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে, আমরা নিজেদের মুসলিম দাবী করি, সৃষ্টিকর্তাকে মানি। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মানতে অনেক ক্ষেত্রে আমরা গড়িমসি করি। তারমধ্য অন্যতম একটা হচ্ছে পর্দা। পর্দা শব্দটা শুনলেই সুশীল বুদ্ধিজীবিদের চট করে মাথা গরম হয়ে যায়, কপাল কুচকে যায়, বিভিন্ন যুক্তি, তর্কের মাধ্যমে পর্দা নিপীড়ন প্রমাণ করতে চায়। শিয়াল যেমন মুরগির স্বাধীনতা চায়, সুশীল বুদ্ধিজীবিরাও নারীর স্বাধীনতা নামে ভোগের সামগ্রী বানাতে চায়।

এই যে আমার হাতে, যে মোবাইলটা আছে, এই মোবাইলের সৃষ্টিকারী জানে কিভাবে ব্যবহার করলে তা ভালো থাকবে, অনেক বছর ধরে লাষ্টিং করবে। ঠিক একিভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা জানেন কিভাবে চললে আমাদের কল্যাণ হবে আর কিভাবে চললে অকল্যাণ হবে। মোবাইলের ক্ষেত্রে যেমন মোবাইল কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি কিংবা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির নিয়ম ফলো করা যাবে না। ঠিক তেমনি আমরা আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর দিকনির্দেশনা ব্যতীত আর কারো দিকনির্দেশনা মানা যাবে না। সে দুনিয়াবি ক্ষেত্রে যত বড় পন্ডিতই হোক না কেনো।

আচ্ছা বলেন তো মোবাইলে গরিলা প্লাস লাগানোতে স্ক্রিন পাটা থেকে নিরাপদ নাকি অনিরাপদ? অবশ্যই নিরাপদ।

তাহলে সম্মানিত নারীর ক্ষেত্রে গরিলা প্লাস (পর্দা) কেন নিপিড়ন হয় বোন?

বোন আমার! একটু বলুন তো ; পর্দার ক্ষেত্রে কেন আমাদের এতো যুক্তি দাঁড় করিয়ে বুঝাতে হয় নারী পর্দায় সুরক্ষিত? কেন পর্দাকে বন্দীদশা, নিপীড়ন মনে করি? নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের মতো পর্দাও তো রবের দেয়া ফরজ বিধান। অন্যসব মানতে পারলে পর্দা কেন মানতে নারাজ?

বোন আমার! তুমি কি জানো, তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তোমার মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন? তুমি কি জানো,জাহেলি যুগে নিপীড়িত নারীদের আর্তনাদ? কিভাবে জানবে বল! তুমি, আমি,আমরা তো দুনিয়ার মোহে পড়ে **পশ্চিমা লাইফ স্টাইল** ফলো করি। কুরআন পড়ার, ইতিহাস জানার সময় আর কোথায়?

শুরুতেই সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি।

“নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আলে ইমরান ১৯)। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ’ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে‘মত। আল্লাহ তা‘আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ’ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ’ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن ‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’ (বাক্বারাহ ১৮৭)। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا-

‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ’তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ’তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ’তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ’তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন’ (নিসা ১)।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়।

আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান

করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? (তাকভীর ৮-৯)।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ’ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ’ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ’ত। এ গর্হিত কাজ হ’তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ‘আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ’তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়’ (নূর ৩৩)। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ’তে বঞ্চিত করা হ’ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ’ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ’ত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।[আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৯), পৃঃ ৪]

নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।[সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী (ঢাকা : সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ২২]

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।[Nazhat Afza and khurshid Ahmad, The position of womanin Islam, Kuwait Islamic Book publishers, 1982), p. 9-10.]

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'।[সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫]

তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।[নারী, পৃঃ ৯]

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, ‘মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই’।[ঐ, পৃঃ ৫]

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' ‘নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস’।[ঐ, পৃঃ ২]

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।[ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩]

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা‘আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ’তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ’তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ’তে সৃষ্টি করেছি’ (হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

‘আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্ত্তসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ‘স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে’ (বাক্বারাহ ২২৮)।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ’ল-

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-

‘তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে

ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' (নিসা ৩)।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।[বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬]

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ]

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْف 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' (নিসা ১৯)।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।[বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৯৮৯]

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' (বাক্বারাহ ২২২)।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর' (বাক্বারাহ ২২৩)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم-

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ'তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ'লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার' (বাক্বারাহ ২২৩)'। [বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬২]”

সংগ্রহ : মাসিক আত-তাহরীক

আশা করছি আপনারা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায়?
পর্দা করার মাধ্যমে যদি নারীদের অধিকার বঞ্চিত, অসম্মান করার নিয়ত থাকতো তাহলে এতো এতো ভাবে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না বোন ।

নারীর পর্দার পক্ষে যুক্তি

চলুন বোনেরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তো!
আপনারা আপনাদের স্বর্ণ-অলংকার, কোথায় রাখেন এবং কিভাবে রাখেন? আপনারা কি সেগুলো গেস্ট রুমে পাবলিকলি রাখেন? নাকি অতি যত্নসহকারে টিস্যু পেঁচিয়ে কৌটায় রেখে তারপর আলমারির গোপন ড্রয়ারে রাখানে ? যেন কোনভাবে হারিয়ে না যায় অথবা চোর,ডাকাতদের নজরে না পড়ে।
আবার বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে তা যত্নসহকারে প্যাকেট মুড়িয়ে বাসায় আনেন। যেন, ধুলো-বালি থেকে সুরক্ষিত থাকে।
এখন বলুন তো! নারীজাতির মূল্য কি এই সামান্য স্বর্ণ-অলংকার,খাদ্যদ্রব্যের চেয়েও কম। এগুলো গোপন ড্রয়ারে রাখেন, প্যাকেট মুড়িয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন।
যেগুলো কিনা নিজ থেকে চোর-ডাকাতে হাতে, ধুলো-বালি কাছে যেতে পারে না। এগুলোর প্রতি যদি এতো যত্নবান হতে হয় তাহলে নারীজাতির ব্যাপারে যত্নহীন কেন? নারী চলতে পারে, কথা বলতে পারে। যখন তখন বড় ধরনের এক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এরপরও কি নারীদের দ্বীনি তালিম ও পর্দার ব্যবস্থা দ্বারা হিফাজতের প্রয়োজন নেই? আমরা অনেকেই নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী দাবি করি। সত্যিকারার্থে বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকলে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, মহিলাদের পর্দায় রাখার প্রয়োজন আছে কিনা? তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ও নারীদের হিফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান চালু করেছেন।পর্দায় নারীর সারা জীবনের নিরাপত্তার চাবিকাঠি। কারণ, মানুষের যৌবন রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্য ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবনের রূপ লাবণ্যের আকর্ষণ বার্ধক্যে আর থাকে না। সুতরাং, স্ত্রী বার্ধেক্যে উপনীত হলে তার প্রতি স্বামীর যৌন আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে পর্দার বিধান না থাকলে স্বামী রাস্তার বেগানা যুবতী মহিলাদের রূপ-লাবণ্য মুগ্ধ হয়ে তার পেছনে দৌড়াবে, তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে জীবনসঙ্গিনীর কোন খবর নিবে না। পরিশেষে বৃদ্ধা বয়সে মহিলাদের

পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, সুখের জীবন আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলবে। বার্ধক্যে তার দেখাশুনা কেউ দেখাশোনার কেউ থাকবে না, অথচ বার্ধক্যে দেখাশোনার প্রয়োজন আরো বেশি।
সুতরাং কোরআন-হাদিস ছাড়াও যুক্তি বা বিবেকের দাবীও এটা যে, পর্দা নারী জাতির ইজ্জতকে হিফাজত করে তাদের জীবনকে করে সুখময়।
তাছাড়া পর্দা কখনো মহিলাদের জন্য অপমানজনক নয়, নিপীড়ন নয় । আপনি স্বর্ণ-অলংকার, রুপা হীরক খণ্ড লোকচক্ষু থেকে আড়ালে রাখেন। সেগুলো আলমারী গোপন ড্রয়ারে রাখলে যেমন মূল্যহীন নয় বরং অতিমূল্যবান হওয়া প্রমাণিত হয়।নারী পর্দায় থাকার বিষয়টিও অনুরূপ।
গোপন ড্রয়ারে স্বর্ণ-অলংকার যেমন মূল্যবান সম্পদের পরিচয় বহন করে।ঠিক তেমনি পর্দা মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম,চরিত্রকে মূল্যবান সম্পদের পরিচয় বহন করে। খোসাযুক্ত কলা যেমন ধুলো-বালি জীবাণু থেকে মুক্ত, পর্দাশীল নারীরাও অসভ্য দুষ্টলোকের নোংরা দৃষ্টি থেকে মুক্ত, তাদের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র থাকে। ঝিনুকের ভেতরে মুক্তা যেমন সুরক্ষিত, তেমনি পর্দার ভেতর নারীও সুরক্ষিত।
নারী অধিক মূল্যবান হওয়ায় তাদের হিফাজতের লক্ষ্যে পর্দার হুকুম দেয়া হয়েছে।
নারী নবী-রাসূলগনের মা।
নারী ওলী-আউলিয়াগনের মা।

প্রিয় বোন আমার! পর্দা নারীর জন্য নিপীড়ন নয় বরং মর্যাদা,লজ্জাশীলা, পরিচয়ের প্রতীক। নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি বিধান, যা নারীর।সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। এটি নারীকে সমাজে 'বস্তুতে' পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখে।

পর্দা নারীর স্বভাবজাত চাহিদা

পর্দা মুসলিম নারীর স্বভাব-বিরোদ্ধ নতুন কোন জিনিস নয়; বরং পর্দা মুসলিম নারীর স্বভাবজাত চাহিদা।কেননা লজ্জা হল মুসলিম নারীর ভূষণ, আর পর্দা তার বাহ্যিক রূপ। এজন্য পর্দাশীনতাকে বন্দিদশা বলা ঠিক নয়। নারীর লজ্জাশীলতার দাবি হলো, সে পর্দা দ্বারা আবৃত থাকবে। এই লজ্জাশীল নারীদেরকে ছলে-বলে-কৌশলে ঘরের বাহিরে নিয়ে আসাই নারী জাতির স্বভাব বিরুদ্ধে কাজ। এজন্য পর্দাকে *বন্দীদশা* না বলে জোর করে নারীকে ঘরে বাহিরে নিয়ে আশাকে বন্দীদশা বলা উচিত।

শরীয়ত কর্তৃক পর্দার বিধান আরোপ করার মূল কারণ হলো, নারীর লজ্জাশীলতা। আর লজ্জাশীলতা নারীর এমনই এক স্বভাবজাত গুণ, যা বর্জন করা নারীর জন্য খুবই কষ্টকর। এজন্য পর্দা বর্জন করতে বললে, নারী প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পায় না বরং তার উপর নির্যাতন করা হয়।

পক্ষান্তরে নারীর স্বভাবজাত গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে পর্দা করতে বললে তার উপর জুলুম করা হয় না, বরং এর মাধ্যমেই নারী প্রতি প্রকৃত সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়।এখন কোন নারী যদি পর্দাকে নিজের জন্য 'অনুগ্রহ'' মনে না করে 'আত্মনিগ্রহ'' মনে করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে প্রকৃতপক্ষে নারী নয়। নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ লজ্জাশীলতা, যা তার মাঝে বিদ্যমান নেই। আর এ ধরনের নারী সম্পর্কে আলোচনা করছি না। আমরা সে সকল নারীর ব্যাপারে আলোচনা করছি, যাদের মাঝে লজ্জাশীলতার সহজাত গুণ বিদ্যমান রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা এমন এক সময় অতিবাহিত করছি যখন সহজাত গুণাবলীকেও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণিত করতে হয়।

বোন আমার! পর্দা হল নারীর স্বভাবজাত ভূষণ। তাছাড়া যুক্তি ও বিবেকের দাবিও এটাই যে, নারীকে পর্দার মাধ্যমে রাখা হউক। কিন্তু বর্তমানে অপরিণামদর্শী কিছু লোক পর্দার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছে। আমি তো কসম খেয়ে বলতে পারি যে, পর্দা বর্জন করার মাঝে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা ছাড়াও অসংখ্য-অগণিত অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। আজ যে সকল 'জ্ঞানপাপীরা' পর্দার বিরোধিতায় করছে, পর্দা বর্জনের জন্য 'আদানুন' খেয়ে নেমেছে, তারাই একদিন পর্দাহীনতার অভিশাপ সহ্য করতে না পেরে পর্দার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে।কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না।

পর্দা আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক

পর্দা আত্মমর্যাদাবোধ,শালীনতা এবং সম্মানের প্রতীক। লজ্জাশীলা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন যে কোন নারীই পর্দায় থাকতে সাচ্ছন্দ্যবোধ মনে করে। পুরুষের ক্ষেত্রে যদি বলি কোন অসভ্য জংলী পুরুষও এটা মেনে নিবে না যে, তার স্ত্রী-কন্যা,মা-বোন অন্য পুরুষের সামনে উলঙ্গ চলাফেরা করুক, অন্য পুরুষের ভোগে সামগ্রী হোক। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটি নারীর পবিত্রতা ও মর্যাদাকে রক্ষা করে, যা তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে এক গভীর আত্মিক প্রশান্তি ও আত্মামর্যাদা প্রধান করে।

পর্দা শুধুমাত্র একটি পোশাক নাম নয়, বরং এটি মুসলিম নারীর জন্য একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা এবং তাদের ঈমান ও আত্মাসম্মানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **আত্মামর্যাদা ও সম্মান:** পর্দা নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে, তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফ্যাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো ধরনের অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা রক্ষার্থেই তাদের ওপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। এজন্য পর্দার বিধান ইসলামি শরিয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় অনুগ্রহ। এ বিধান মূলত ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতা ও যথার্থতার সর্বোত্তম দলিল।

- **ঈমান ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য:** পর্দা আল্লাহর নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। এটি আল্লাহর আদেশ পালন এবং আনুগত্যের প্রতীক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন;

وَ قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِہِنَّ وَ یَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَہُنَّ وَ لَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنۡہَا وَ لۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِہِنَّ عَلٰی جُیُوۡبِہِنَّ ۪ وَ لَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَہُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اٰبَآئِہِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ بُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِہِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِہِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اِخۡوَانِہِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اَخَوٰتِہِنَّ اَوۡ نِسَآئِہِنَّ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُہُنَّ اَوِ التّٰبِعِیۡنَ غَیۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَۃِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَظۡہَرُوۡا عَلٰی عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا یَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِہِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِیۡنَ مِنۡ زِیۡنَتِہِنَّ ؕ وَ تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ جَمِیۡعًا اَیُّہَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۳۱﴾

অর্থ : আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের

ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর ; আয়াত :৩১)

সাবালিকা হলেই নারীর উপর পর্দা পালন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এর সুফল ইহকাল ও পরকালে পাওয়া যাবে।পর্দার কারণে ইহকালে অসভ্য লোকদের নোংরা দৃষ্টি থেকে হিফাজত।এবং নিরাপদে থাকবে। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ করবে। আর পরকালে এর প্রতিদান মহান আল্লাহর নিয়ামত ও জান্নাত পাওয়া যাবে।

মর্যাদা ও সুরক্ষা: পর্দা নারীর সৌন্দর্য, সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষার একটি মাধ্যম। এটি 'রুগ্ন মনের' মানুষ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন মনোযোগ থেকে তাদের সুরক্ষা দেয় এবং সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ: আমরা যখন বাসে যাতায়াত করি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাসে বসার সিট খালি না থাকলে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ভদ্র ভাইয়েরাও সম্মানার্থে সিট থেকে উঠে পর্দানশীন বোনদের সিটে বসতে দেয়।

রাস্তায় চলাচলের সময় অসভ্য, দুষ্টলোকেরাও (যাদের নূন্যতম পারিবারিক শিক্ষা আছে) যখন পর্দানশীন বোনদের দেখতে পায় তখন তারা মাথা নুয়ে দেয়, ভদ্র ব্যবহার করে। এই সম্মান শুধু মাত্র রবের হুকুম পালনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা:

পর্দার মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যার ফলে উভয়ের চরিত্র পবিত্র থাকে এবং পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ জাগ্রত হয়। যা সমাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আত্মবিশ্বাস:

একজন পর্দাশীল নারীর আত্মবিশ্বাস পর্দার কারলে কখনোই কমে না।

বরং পর্দাশীল নারী থাকে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে। প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর রহমতের মহিমা অনুভব করা যায়।

সে যখন অনুভব করে আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও বরকত তার সাথে রয়েছে আর সেটাও পর্দা করার জন্য। তখন সে দুনিয়ার সকল বাঁধা কিংবা ঝড় সামলে পর্দা রক্ষার অনুপ্রেরণা ও শক্তি পান।

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য এই একটি অনুভূতিই কি যথেষ্ট না?

পর্দা প্রেম ভালোবাসার বন্ধন

নারী স্বভাবগতভাবে ও আইনগতভাবে পুরুষের অনুগত। আর পুরুষ প্রেম- ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগের কারণে নারীর অনুগত। নারীর প্রতি পুরুষের এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম-ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে। আর প্রেম-ভালোবাসা ততক্ষণই অবশিষ্ট থাকে যতক্ষণ উভয়ই (নারী-পুরুষ) পর্দার বিধান মেনে চলে। এটি কোন বাহুল্য দাবি নয়, বরং যুক্তিগত দিক থেকেও এ দাবী সমর্থিত।

জনৈক ইউরোপিয়ান নারী তার লেখা এক প্রবন্ধ উল্লেখ করেছেন, “আজ-কাল নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে 'বেপর্দা' করে রাস্তায় নামিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা চলছে, তা নারী জাতির জন্য এক আত্মঘাতী পদক্ষেপ। কেননা বর্তমানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়। এই গুরুত্ব প্রধান করার আসল কারণ হলো একজনের প্রতি আরেকজনের গভীর অনুভব, উপলব্ধি, প্রেম-ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগ। আএ প্রেম-ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগের দাবী হলো, প্রিয়জনকে একান্ত নিজের করে পাওয়া। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, যে জিনিস একান্ত নিজের করে পাওয়া যায় না, তার সাথে গভীর হৃদয়াবেগ সৃষ্টি হয় না। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ঐকান্তিকতা এবং দুজন দুজনকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার বৈশিষ্ট্য একমাত্র ইসলামী পর্দাপ্রথার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুজন নারী-পুরুষ যখন যথার্থভাবে পর্দা পালন করে চলে, তখন তাদের প্রেম-ভালোবাসার মাঝে ভাগ বসাতে পারে না। তাদের প্রেমের বাগানে ফোটা ফুলের সৌরভ শুধু তারাই উপভোগ করে ;অন্য কেউ নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে প্রেম-ভালোবাসা ভিত্তি হল পর্দা।

ভারতবর্ষের লোকজনদের লজ্জা করা উচিত। লেখিকা একজন ইউরোপিয়ান হওয়া সত্ত্বেও যেখানে পর্দা প্রথার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন সেখানে এশিয়ারা কিভাবে পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করতে পারে?

পর্দা সাথে সম্পৃক্ত একটি কথা বলতে চাচ্ছি, কথাটি হল আল্লাহ তায়ালা যাকে পাগল বানিয়েছেন আমরা তার বুদ্ধিহীনতার কারণে তার পাগলামি থেকে বাঁচার জন্য তাকে বন্দী করে রাখি।এমন কি তার হাত পা পর্যন্ত বেঁধে রাখি। এ থেকে বুঝা যায়, বন্দী করে রাখার আসল কারণ হলো বুদ্ধিহীনতা। অর্থাৎ বুদ্ধিহীনতার স্বাধীনতা দাবি হলো, বুদ্ধিহীন উন্মাদ ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা।

সুতরাং উপরের কথা অনুযায়ী (পর্দা বিরোধীদের ভাষায়) নারীকে বন্দী করে রাখা (অর্থাৎ পর্দার মধ্যে রাখা) আবশ্যক। কেননা নারীর 'স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন' হওয়ার বিষয়টি সকলের নিকটে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে ওটুকু পার্থক্য অবশ্যই হওয়া উচিত। তা হল যে যতটুকু পাগল, তাকে সেই অনুপাতে বন্দী করে রাখা হবে। যে পূর্ণ বুদ্ধিহীন অর্থাৎ পূর্ণ পাগল, তাকে পূর্ণরূপে

বন্দী করে রাখতে হবে।তার হাত-পা বেঁধে একটি কুঠুরিতে বন্দি করে রাখতে হবে। আর যে।অপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারী অর্থাৎ অপূর্ণ পাগল (যেমন নারী জাতি) তাকে সাধারণ বন্দীদশায় রাখা হবে।অর্থাৎ তাকে মাহরাম পুরুষের অনুমতি ব্যতীত কে ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না।

(হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

পর্দা কি শিক্ষা ও প্রগতির অন্তরায়

এক প্রগতিবাদী আমাকে বললেন, পর্দার কারণে নারী জাতি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। আমি তাকে বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন, তাই তো 'উপজাতি' নারীরা যারা মোটেই পর্দার তোয়াক্কা করে না শিক্ষা দীক্ষায় খুবই অগ্রসর হয়ে গেছে। সত্যি কিনা? এ ব্যাপারে কি ধারণা আপনার?

আসল কথা হলো, শিক্ষা দীক্ষা ও প্রগতির সাথে পর্দা-বেপর্দা কোন সম্পর্ক নেই। বরং শিক্ষা দীক্ষা ও উন্নতি-প্রগতি ক্ষেত্রে মূলকথা হলো একনিষ্ঠতা। কোন জাতি যদি নিষ্ঠার সাথে নারীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়, তাহলে পর্দার মধ্যে রেখেও তাদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে। একনিষ্ঠতা না থাকলে নারীদেরকে পর্দাহীন করেও কোনো লাভ হবে না। তাছাড়া একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, পর্দার মধ্যে রেখেই নারীদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা বেশি সহজ। কেননা শিক্ষার জন্য একাগ্রতা ও চিন্তার নিবিষ্টতা প্রয়োজন। আর একাগ্রতা ও চিন্তার নিবিষ্টতা অর্জন হয় অর্জন হয় নির্জন পরিবেশে। তাই দেখা যায়, বিদ্যান লোকেরা পড়াশোনার জন্য নির্জন স্থান নির্ধারণ করে রাখেন।

সুতরাং বুঝা গেল নারীদের শিক্ষা অর্জনের জন্য পর্দা অন্তরায় নয়; বরং অধিক সহায়ক। যারা পর্দাকে শিক্ষা প্রগতির অন্তরায় মনে করে তাদের বিবেক বুদ্ধি দেখলে সত্যি আশ্চর্য বোধ হয়।

(হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

পর্দাহীনতার পরিণতি

নগ্নতা এখন কোথায় নেই? পত্রিকা, সাময়িকী, বিজ্ঞাপন,বিলবোর্ড সর্বত্রর্ব নগ্নতার ছড়াছড়ি। সিডি-ভিসিডি ও ইন্টারনেটের নগ্নতা এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরও হাতে হাতে। মায়েরা আঁতকে উঠছেন কিশোর সন্তানের মোবাইলে অশ্লীল ভিডিও ক্লিপ দেখে। এরপর রয়েছে উদ্দাম আকাশ-সংস্কৃতি। উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা এসব গ্রোগ্রাম গিলছে, অতপর অনুকরণের চেষ্টা করছে। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ-উচ্চারণ সব কিছুতেই নির্বিচার পরানুকরণ। এরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিচ্ছে ইভটিজিং , ধর্ষণর্ষ , হত্যা ও আত্মহত্যা। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সকল পথ খোলা রেখে এর ফলাফল ঠেকিয়ে রাখা কি আদৌ সম্ভব?

মেয়েদের পর্দা হীন জী বন যাপন আমাদের সমাজ মেয়েদেরকেপর্দা সম্মত সুস্থ ও শালীন জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়নি। নারী-মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার চটকদার শ্লোগানের মাধ্যমে তাদেরকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে। এরপর ব্যবহার করা হয়েছে পণ্যের বিপননে ও বিজ্ঞাপনে এবং শ্রোতা-দর্শকের মনোরঞ্জনে। পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা নারীকে একটি সুলভ পণ্যে পরিণত করেছে। তরুণ প্রজন্মও তাদেরকে ভোগ্য পণ্যের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারছে না। এই সর্বগ্রা র্ব সী জোয়ারে শুধুসমাজের উঁচুউঁচুশ্রেণীই ভেসে যায়নি, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণীকেও তা গ্রাসকরেছে। ভদ্র ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের কাছেও পূর্ণ পর্দা একটি আতঙ্কের বিষয়। ফলে তারাও রাস্তাঘাটে বের হচ্ছে বেপর্দা হয়ে। কলেজ-ইউনিভার্সিটি, মার্কেট-শপিংমল, হোটেল-রেস্তোরা, সর্বত্রর্ব পর্দা হীনতার ব্যাপক বিস্তার। ফলে নারীরা রাস্তাঘাটে উত্যক্ততার শিকার হচ্ছে, পরকীয়ার ফাঁদে পড়ে ঘর-সংসার তছনছ করছে, প্রতারিত কিংবা নিপীড়িত হয়ে আত্মহত্যার

পথ বেছে নিচ্ছে। এককথায় নারীমুক্তির অশুভ চিতায় নারীর মর্যাদা ও সতীত্ব তো দগ্ধ হচ্ছেই, নারীকেও যেতে হচ্ছে সহমরণে।

বলাবাহুল্য, এসব সমস্যার সমাধান ছাড়া নারীনির্যা তন বন্ধ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। (নাজমুল হক)

নামকা ওয়াস্তে পর্দা

তুমি বলতে পার! পর্দাশীলদের মাঝেও তো অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তাহলে পর্দা দ্বারা ফায়দা কি? শুন তাহলে, পর্দাশীলদের মধ্যে অপ্রীতিকর যে ঘটনার কথা বললে সেটা তো পর্দাহীনতার কারণেই ঘটেছে কেননা ওই পর্দাশীল নারীর সাথে পর পুরুষের যখন সম্পর্ক হয়েছিল তখনতো তাদের মাঝে পর্দা ছিল না। নারীর বেপর্দার কারণেই তো তাদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে নারী যখন পর্দার মধ্যে থাকে তখন কোন অঘটন ঘটতেই পারে না। সকল অঘটনের মূল কারণ হলো পর্দাহীনতা। কোন স্থানে নারী জনিত কোন অঘটন ঘটলে বুঝতে হবে সেখানে পর্দা অনুপস্থিত ছিল। (অর্থাৎ পুরুষ দৃষ্টিনত করেনি এবং মহিলা নিজেকে পরিপূর্ণ হিজাবে আবৃত করেনি)। আর যদি পর্দার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সেটা নামকা ওয়াস্তে পর্দা আসল পর্দা নয়।(হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ:)

আজ সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে সুশীল বুদ্ধিজীবিরা
পর্দার সংজ্ঞা পালটিয়ে ফেলেছে।
পর্দা মানে ঘরে থাকবে,স্বামীর খেদমত করবে,মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করবে,সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে বড় করবে। মাহরাম ননমাহরাম মেনে চলা।
এই বিধান যখন তারা রহিত করে দিয়েছে।
যখন থেকে, গায়ে একটা হিজাব লাগিয়েও সব করা যায় এই স্লোগান দিয়েছে। তখন থেকেই পুরুষের অনুরুপেই ঘর থেকে নারীরা বেরিয়ে যাচ্ছে।
যার ফলে জবের বাহানা দিয়ে রাস্তা-ঘাটে, অফিস-আদালতে নারী-পুরুষ চোখাচোখি হচ্ছে, টুকটাক কথা বলতে বলতে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, এক পর্যায় সে এই ঘনিষ্ঠতা বেডরুম পর্যন্তও নিয়ে যায়। এই স্লোগানে শত শত সংসার ধ্বংস হচ্ছে, সন্তান মা-বাবা হারা হচ্ছে।

বর্তমানে মায়েদের চরিত্র

একজন মা শিক্ষিত হলে জাতি গড়ে ওঠে,
আর একজন মা যদি অশালীন হয়, তখন জাতিই বিপথে যায়।
মা যখন পোশাকে বেপরোয়া, আচরণে অশালীন —
সন্তান কীভাবে শিখবে লজ্জা, আদব আর তাকওয়া?
আল্লাহ তায়াল্লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ
"তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে।"
(সূরা তাহরীম: ৬)

মা শুধু গর্বধারন, প্রসব বেদনার মাধ্যমে নয়।
চরিত্র দিয়েও সন্তানকে গড়ে তোলেন।
মা যদি ফ্যাশনের নামে শরীর প্রদর্শন করেন,
টিকটক-রিলসের নাচগানে সময় কাটান —
তবে সন্তান শেখে, বেহায়াপনা যেন স্বাভাবিক।
সন্তান বখে যায় শুধু বাহিরের কারণে নয়,
ঘরের ভেতরের উদাহরণ থেকেও।

পুরুষের মাঝে কর্মরত নারীর প্রতি আহ্বান –

বোন! তুমি কি পুরুষের সঙ্গে কাজ করছ?
বোন! আমি মর্মাহত, আমি ব্যথিত এবং খুবই দুঃখিত আমি। না, আমার কোন কারণে নয়, শুধু তোমার জন্য এবং শুধু তোমার কল্যাণের কথা চিন্তা করেই। তুমি কাজ করছ! তাও আবার পুরুষের সঙ্গে এবং তাদের মাঝে থেকেই। কারণ, এটা তোমার দ্বীনদারি খতম করে দিবে, তোমার চরিত্রের ওপর কলঙ্কের ছাপ এঁটে দিবে। এটা আমার মায়াকান্না নয়, আমার কথাগুলো তুমি নাক ছিটকে ফেল দিও না এবং মনে কর না আমি খুব বাড়াবাড়ি করছি, বরং আমার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে। আছে এর যুক্তিসঙ্গত কারণ। মনে রেখো, ইসলামের সম্পর্ক ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই নেই। এবং এর সঙ্গে আমার কোন ইহজাগতিক স্বার্থও সংশ্লিষ্ট নয়। বরং এর দ্বারা আমার সময় ও শ্রম ব্যয় হচ্ছে, মেধার ক্ষয়

হচ্ছে। আশা করছি আমার এ কথাগুলোর মূল্য তুমি দিবে। আমি যা বলছি তুমি তা বারবার চিন্তা করবে। তবে অবশ্যই তুমি আমাকে তোমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান করবে।

জেনে রখো, পুরুষের সঙ্গে যে কোন সহাবস্থানে নারী সঙ্কুচিত ও নির্যাতিত থাকে। যদি না তার সঙ্গে তার মাহরাম থাকে। কারণ, পুরুষরা সাধারণত নারীর দিকে প্রবৃত্তি ও কামভাব নিয়েই তাকায়। এর বিপরীত যে বলবে সে মিথ্যুক। কারণ, আল্লাহ তাআলা পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি মোহের সৃষ্টি করেছেন এবং নারীর মধ্যে দিয়েছেন পুরুষের প্রতি গভীর আগ্রহ। অধিকন্তু নারীর মধ্যে রয়েছে দুর্বলতা ও কোমলতা। ফলে নারীপুরুষের সহাবস্থানে শয়তান স্নায়ুতন্ত্র ও অনুভূতিগুলোকে প্ররোচিত করার মোক্ষম সময় মনে করে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত বেশী হয়। কারণ, সৃষ্টিগতভাবে নারীরা পুরুষের থেকে ভিন্ন। সহাবস্থানের ফলে নারীরা যে ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, পুরুষরা সে ধরনের ক্ষতি-র সম্মুখীন হয় না। যেমন নারীদের অনেক সময় গর্ভ সঞ্চার হয়, কখনো গর্ভ-পাত করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় নারী। এসব কারণেই শরিয়ত নারী-পুরুষের সহাবস্থান নিষিদ্ধ করেছে। আমি এখানে নারী-পুরুষ সহাবস্থান নিষিদ্ধ করার কিছু দলিল উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30.

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। (নুর : ৩০)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পুরুষের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু নারী-পুরুষ পাশাপাশি কর্মরত থাকলে দৃষ্টি অবনত রাখা সম্ভব নয়, তাই শরিয়ত তাদের সহাবস্থান নিষিদ্ধ করেছে। নারীর পুরোটাই সতর বা পর্দার বস্তু। তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম।

রাসূল (সা.) বলেন : হে আলী, বারবার নজর দিবে না, প্রথম নজর তোমার কিন্তু দ্বিতীয় নজর তোমার নয়। (তিরমিজি)

অর্থাৎ হঠাৎ প্রথম যে দৃষ্টি নারীর প্রতি পড়ে যায় তাতে কোন গুনাহ নেই, কিন্তু দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় দৃষ্টি দেয়া গুনাহ বা অপ-রাধ।

হাদিসে এসেছে যে, চোখের যেনা দৃষ্টি দেয়া, কানের যেনা শ্রবণ করা, মুখের যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা, পায়ের যেনা পথ চলা। (মুসলিম)

চোখের যেনা দৃষ্টি। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নারীর সৌন্দর্য ও রূপ উপভোগ করে। পরবর্তীতে তার সঙ্গে অন্তরের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। আর এ পথ ধরেই শুরু হয় অশ্লীলতা। এতে সন্দেহ নেই যে, নারী-পুরুষের সহাবস্থানে দৃষ্টি হেফাজত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর পুরুষের জন্য নারীই সব চেয়ে ক্ষতিকর ফিতনা। (বুখারি)

সে হিসেবে উভয়ের একত্রে জব করা বা কর্মরত থাকা কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নয়।

রাসুল (সা.) যখন মসজিদ নিমার্ণ করেন, তখন নারীদের জন্য আলাদা দরজা তৈরি করেন এবং তিনি বলেন, আমরা কি এ দরজাটি নারীদের জন্য রেখে দিতে পারি না? (আবু দাউদ)

ওমর (রা.) মসজিদে নারীদের দরজা দিয়ে পুরুষদের প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। অতএব যেখানে শুধু দরজাতেই নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়া নিষেধ, সেখানে একই অফিসে নারী-পুরুষের সহাবস্থান কীভাবে বৈধ?

রাসূল (সা.) নারীদের রাস্তার পাশ ধরে হাঁটতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হাঁটে এবং পুরুষের সঙ্গে তাদের মি-শ্রণ না ঘটে।

রাসূল (সা.) সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন তার সঙ্গে পুরুষরাও বসে থাকত। যতক্ষণ না নারীরা চলে যেত এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করত। অতঃপর তিনি বের হতেন এবং তার সঙ্গে অন্যান্য পুরুষরা বের হত। যাতে নারীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি না পড়ে।

এসব আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী-পুরুষের সহাবস্থান হারাম। হারাম পুরুষের সঙ্গে নারীর জব করা ও চাকরি করা। এ ব্যাপারে আলেমদের কোন দ্বিমত নেই।

বোন! নারীরা ঘরে বসে থাকার জন্য আদিষ্ট। জান এটা কেন?

এর কারণ হচ্ছে নারীরা যাতে পুরুষের দৃষ্টির শিকার না হয় এবং তাদের সঙ্গে নারীদের মিশ্রণ না ঘটে।

এটা সুবিদিত যে, নারী-পুরুষের সহাবস্থান ইজ্জত ও সম্মানের ওপর আঘাত, পরিবার ধ্বংস, যুবতীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট ও পর্নোছবির ছড়াছড়ির জন্য একমাত্র দায়ী।

নারী-পুরুষের সহাবস্থানে কি সমস্যার জন্ম হতে পারে এটা যদি তুমি ভাল করে জানতে চাও, তবে পাশ্চাত্য দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও এবং দেখ যে তারা এ কারণে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এখন তাদের কি চিন্তা? তারা তো এখন সহাবস্থানের শিক্ষাও বন্ধ করতে চাচ্ছে। আমে/রিকা ও অন্যান্য দেশে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে। জেনে রেখো, তারা সহাবস্থানের অশুভ পরিণতি ও তার ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। আমরা কি এসব বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিব না!?

এটা কি অশুভ বুদ্ধির কথা নয় যে, তারা যে ভুল করেছে আমরাও তা করব? অথচ তারা তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে।

বোন! তুমি আমাদের কাছে সবচেয়ে দামী ও সম্মানের। তুমি বোন, তুমি মেয়ে, তুমি স্ত্রী এবং তুমি মা।

আমরা তোমাকে রক্ষা করতে চাই, আমরা তোমাদের হেফাজত করতে চাই, তোমার উচিত আমাদের কাজে সহযোগিতা করা। তুমি সমাজের অর্ধেক, তুমি অন্যদের জন্ম দাও।

আমরা আশা করছি, তুমি আমাদের জন্য এমন ব্যক্তিত্ব জন্ম দিবে, যে এ জাতির নেতৃত্ব দিবে।

তুমি যদি ঘর ত্যাগ কর, তুমি যদি ঘরের কাজ ও সন্তানের লালন ও পালন ছেড়ে দাও আর পুরুষের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে পড়, তবে তোমার দ্বারা এটা কি সম্ভব?

জেনে রেখো, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন, আল্লাহ তোমাকে তোমার কল্যাণের জন্যই ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي }

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। (আহযাব : ৩৩)

কারণ, যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে তখনই পুরুষরা তোমার প্রতি লালায়িত হবে। তুমি এর সত্যতা যাচাই করার জন্য পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দাও। তারা সর্বদা পুরুষের নির্যাতনের কথা বলছে, তারা সবখানে অপহরণ ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তারা সহবস্থান থেকে বাঁচার জন্য শত চেষ্টার পরও সক্ষম হচ্ছে না। কারণ, তারা যদি কর্ম ত্যাগ করে, তবে তাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে। তারা খুব দুঃখে রয়েছে, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ।

পক্ষান্তরে তুমি! আল্লাহ তোমাকে ইসলাম দ্বারা ইজ্জত দান করেছেন। এ ইসলাম তোমাকে পিতা, স্বামী, ভাই ও সন্তান উপহার দিয়েছে। যারা তোমার ভরণপোষণ করছে, তাদের ওপর আল্লাহ এ দায়িত্ব ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তোমাকে কখনো পানাহার ও বাসস্থানের জন্য কর্মে যোগ দিতে বলেনি ইসলাম। এটা একটা বড় নেয়ামত, যা আল্লাহ তোমাকে তোমার কষ্ট ছাড়াই দান করেছেন। কী চমৎকার! রাণীর মত ঘরে থাকবে আর অন্যরা তোমার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করবে। এটা কি বড় নেয়ামত নয়?

খবরদার! দুনিয়ার চাকচিক্য এবং বাইরে বের হওয়া ও কাজে যোগদানের শয়তানি প্ররোচনায় ধোঁকা খাবে না। তুমি যদি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাও, তবে ঘরে অবস্থান কর।

রাসূল (সা:) বলেন, নারী সতর। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে। নারী ঘরের মধ্যে অবস্থানকালেই আল্লাহর বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত থাকে। (তিরমিজি ও ইবনে হিব্বান)

বোন! তোমাকে বলছি, তোমার নিকট সবচেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে তোমার ঈমান ও তোমার সতীত্ব। তুমি যখন পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করবে তখন এ দুটো সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের থেকে দূরে থাক। স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের মুখোমুখি হয়ো না।

জেনে রেখো! ঘরে বসেই তুমি পূতচরিত্র ও অহমিকা সম্পন্ন পুরুষ লাভে ধন্য হবে। আর যদি তুমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাও এবং তাদের সঙ্গে অবস্থান কর, তবে তুমি পুরুষত্ব সম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বামী থেকে বঞ্চিত হবে।

বোন! এ কথা বলো না, পুরুষের সঙ্গে থাকলেও আমি নিজেকে নিজে হেফাজত করতে সক্ষম। মনে রেখো! আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ এবং নারী-পুরুষকে আলাদা থাকার নিদেশ খামাখা দেইনি। তিনি জানেন, নারী-পুরুষের মাঝে যৌন সম্পর্ক খুবই স্পর্শকাতর। আল্লাহ তাআলা মুসলমানকে এসব ফেতনার জায়গা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তার জন্য বৈধ নয় যে, সে নিজকে নিজেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে। মানুষ ক্ষুধার্ত হলে খানা থেকে বিরত থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলে তদ্রূপ মানুষ যৌন ক্ষুধায়ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

মোদ্দাকথা : আমাদের এসব দলিল দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নারী-পুরুষের সহাবস্থান হারাম এবং নারী-পুরুষের একে অপরের পাশে কর্মরত থাকা অবৈধ। যদিও তারা পরহেজগার হয়। যৌন কামনা থাকা বা না থাকার কোন কথা নেই অথবা এরও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই যে, নারী তার হেফাজতের জন্য সক্ষম।

বোন! তোমার যদি একান্ত কাজ করতেই হয়, তবে পুরুষের থেকে আলাদা কাজ কর।

বোন! আমি জানি না, আমার এ কথাগুলো তোমার অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে কি না?

বোন! আমি জানি না, আমার এ কথাগুলো তোমার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হবে কি না? আমি অন্তর থেকে তোমার জন্য দোয়া করছি। আরও দোয়া করছি যে, আল্লাহ তোমাকে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করে। যারা তোমাকে যে কোন হালতে কর্মে যোগদানের জন্য পরিকল্পনা করে। তারা তোমাকে ঘরের বাইরে ও পুরুষদের সঙ্গে দেখে খুব খুশি।

কারণ, তারা খুব ভাল করেই জানে যে, তুমি প্রতিভাবান ও মহা ব্যক্তিদের জন্মদানকারী ও লালন-পালনকারী। তুমি বিপদগামী হলে মহান ব্যক্তিরা শৈশবেই ঝরে পড়বে। তখন পুরো

জাতি তাদের তল্পিবাহক ও দাসে পরিণত হবে। আমি আশা করছি, তুমি খুব গভীরভাবে আমার কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং তোমার অবস্থানের ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হবে।

আর যদি এমন হয় যে, তুমি আমার কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ করছ না (যদিও আমি তোমার থেকে এমনটি আশা করি না) আমি সকাল-সন্ধ্যা তোমার জন্য দোয়া করব। আমি এ দোয়া থেকে কখনই বিরত হবো না।

যাই হোক! তুমি আমার বোন, আমার বিশ্বাস তুমি একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। আমার বিশ্বাস আল্লাহ তাআলা আমার এ প্রচেষ্টা বিফলে যেতে দিবেন না। সব তাওফিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

আমি তোমার থেকে আশা করছি, তুমি আমার এ কথাগুলো বারবার পড়বে এবং বারবার চিন্তা করবে।

আবু সারা
অনুবাদক : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা:

আল্লাহ তাআলা বলেন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে কেউ নেক কাজ করে—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী—আর সে যদি মুমিন হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই একটি সুন্দর জীবন দান করব এবং তাদের কর্মফলের উত্তম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করব, যা তারা করে গেছে। [সূরা নাহল : ৯৭]

জাহেলি যুগে নারীর করুণ অবস্থা :

ইসলামের আগে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে লোকে লজ্জা পেত, মুখ লুকিয়ে বেড়াত। কেউ কেউ তো এতটাই পাষাণ ছিল যে, নিজের মেয়েশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত!মেয়েদের মানুষ মনে করা হতো না। একজন পুরুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মতোই তার স্ত্রীকেও ছেলে বা অন্য পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।নারীর কথা তারা শুনত না। যদি কোনো নারী ভালো এবং যুক্তির কথা বলত, তাও তারা বলত, 'নারীর কথা শুনলে নাকি পুরুষের মর্যাদা নষ্ট হয়।'তাদের দৃষ্টিতে নারীর মূল্য ছিল একজোড়া পুরোনো জুতার থেকেও কম।

রাসূল ﷺ-এর আগমণসেই :

অন্ধকার যুগে যখন নারীর কোনো দাম ছিল না, তখন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল ﷺ পৃথিবীতে এলেন—মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, হে মানুষ! নারী তোমার লজ্জা নয়—তোমার সম্মান। সে যদি কন্যা হয়—তবে সে তোমার গর্ব। সে যদি বোন হয়—তবে সে তোমার সম্মানিত রক্ত। সে যদি স্ত্রী হয়—তবে সে তোমার জীবনের সঙ্গী। আর যদি মা হয়—তাহলে তার পায়ের নিচে আছে তোমার জান্নাত।তিনি এমন সুসংবাদ দিলেন, যা কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি

مَن عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেবে, আর সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলে, ভালো শিক্ষা দেয়, আদব-আখলাক শেখায়, তবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে—ঠিক যেমন দুটো আঙুল পাশাপাশি থাকে। [তিরমিযী : ১৯১৪]তিনি আরও বললেন

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে, আর সে তাদের বিষয়ে ধৈর্য ধরবে, খাওয়াবে, পান করাবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কাপড় পরাবে—তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হবে। [ইবন মাজাহ : ৩৬৭০]

নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী :

আল্লাহ তাআলা নিজেও কুরআন মজিদে জানিয়ে দিলেন مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র, সুন্দর জীবন দান করব। [সূরা নাহল : ৯৭] এই আয়াত নারীদের জন্য যেন এক শান্তির বার্তা। কেননা জাহেলি যুগ বলেছিল, নারী তুচ্ছ! কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন—নারীও আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। পুরুষের মতো নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী, জান্নাতি, প্রিয়তমা বান্দী। নারীর হৃদয়েও জ্বলে উঠতে পারে আল্লাহর প্রেমের দীপ্তি। নারীত্ব কোনো বাধা নয়; বরং ঈমান আর আমলই আসল পরিচয়।এভাবে ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে—যা কোনো সভ্যতা, কোনো দীন, কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি।

প্রোপাগান্ডার ফাঁদে নারী :

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে

তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন।দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?কিন্তু তারা বুঝে না—এই কথাগুলোর পেছনে কী ভয়ংকর ফাঁদ লুকিয়ে আছে।বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি, বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর অশ্লীলতাকে বলে 'প্রগতিশীলতা'। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।

ইসলামে পর্দার বিধান :

• সম্মানের নিরাপত্তা

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এসব প্রপাগান্ডা চালায়, তারা প্রথমেই বলে—ইসলাম নাকি নারীদের পর্দার ভেতরে বন্দি করে রেখেছে। আর তার বিপরীতে তারা দেখায়—অমুসলিম সমাজে নারীরা অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করে!অথচ বিষয়টা আসলে খুবই সহজ। পর্দা মানে বন্দিত্ব নয়; বরং নিরাপত্তা। পর্দা মানে মর্যাদা রক্ষা, নিজেকে সম্মানের ঢালে ঘেরা।নারী যখন পর্দায় থাকে, সে নিজেও নিরাপদ থাকে। তাকে কেউ ভোগের দৃষ্টিতে দেখে না, ব্যবহার করতে চায় না। পুরুষ সমাজও তখন সংযত থাকে—চোখ, মন ও প্রবৃত্তি থাকে নিয়ন্ত্রণে।

• পর্দাহীনতা তাদের কোথায় নিয়ে গেছে?

আসুন, একবার পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই— যেখানে নারীদের 'স্বাধীনতা'র নামে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে নামানো হয়েছে পণ্যের মতো। পর্দাহীনতার এই পথ তাদের কোথায় নিয়ে গেছে? বিবাহের প্রতি ঘৃণা, পরিবার ভাঙনের মহামারী, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, লিভ-ইন সম্পর্ক, আত্মহত্যা আর বিষণ্নতার ঢেউ—এটাই সেই স্বাধীনতার পরিণতি, যা তারা দিয়েছে পর্দাহীনতার নামে।

• সুইডেনে পর্দাহীনতার পরিণতি

সুইডেন—ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর একটি। বৃটেনের ঠিক পাশেই এর অবস্থান। এই দেশটি এতটাই স্বনির্ভর যে, সেখানে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়—লাভ কিভাবে বাড়বে, ব্যয় কোথায় কমবে। আমাদের মতো নয়—যেখানে মানুষ ভাবে, টাকা আসবে কোথা থেকে? ওরা ভাবে, এই বাড়তি টাকা খরচ করবো কোন খাতে? তাদের ধনসম্পদ এত বেশি যে, সমগ্র জাতি যদি ছয় বছর কিছু না করে—শুধু খায়, ঘুরে বেড়ায়, আনন্দ করে—তবুও কোনো টানাপোড়েন হবে না। বেকার হলে সরকার নিজেই মাসিক ভাতা দেয়। বাসা না থাকলে সরকার ঘর বানিয়ে দেয়। অসুস্থ হলে সরকার লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা—সব কিছু নিশ্চিত।বাকি থাকল শুধু জৈবিক চাহিদা। সেখানে তারা আরও স্বাধীন! দেশটি পরিচিত সেক্স-ফ্রি কান্ট্রি হিসেবে। যখন-যার সঙ্গে-যেভাবে ইচ্ছা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে— না আছে লজ্জা, না আছে বাধা।তাহলে তাদের কোনো চিন্তা থাকার কথা নয়, তাই না?কিন্তু বাস্তবতা বড়ই ভয়াবহ। এই 'স্বাধীন' সমাজের চেহারায় ফুটে ওঠে দুটি গভীর বিপর্যয়—

১. সুইডেনে শতকরা সত্তরেরও বেশি দাম্পত্য জীবন ভেঙে যায়। ১০০ পরিবারের মধ্যে ৭০টির বেশি পরিবার তালাকের শিকার। বাচ্চারা বড় হয় টুকরো ভালোবাসার ভেতরে—সম্পূর্ণ পরিবারের ছায়া পায় না।
২. সুইডেন পৃথিবীর আত্মহত্যায় শীর্ষস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি। অভাব নেই, সুযোগের কমতি নেই— তবুও তারা বেঁচে থেকেও জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না।

• পর্দা ব্যবস্থার চমৎকার প্রভাব :

ইসলাম আমাদের যে একটি বড় নেয়ামত দিয়েছে, তা হলো—পর্দা ব্যবস্থার নির্দেশনা। যার সুফল আমরা নিজেরাই প্রতিদিন ভোগ করছি, অথচ অনেকেই তা বুঝে উঠতে পারি না।আমাদের দেশে হ্যাঁ, খাদ্যসংকট আছে, বাসস্থানের সংকটও আছে, তবুও শতকরা প্রায় ৯৯% শতাংশ পরিবার এখনো টিকে আছে! ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে তালাকের হার মাত্র ১.১% মাত্র।প্রশ্ন আসে, এমন শান্তির জীবন আমরা কোথা থেকে পেলাম? এই পরিবার-ভিত্তিক সমাজ কাঠামো কিভাবে রক্ষা পেল?উত্তর একটাই— আমাদের সমাজে এখনো কিছুটা হলেও ইসলামের পর্দা, শালীনতা, সম্পর্কের পবিত্রতা টিকে আছে। নারী এখনো অনেকাংশে নিজেকে সম্মানিত মনে করে, পুরুষ এখনো অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান। সন্তানরা এখনো মা-বাবার ছায়ায় বড় হয়, একটি পূর্ণ পরিবারে হাসি-আনন্দে বেড়ে ওঠে।এটাই সেই কল্যাণ, যা ইসলামের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।

• ইউরোপে নারীদের দূরাবস্থা

আমাদের সমাজের কিছু মুসলিম নারী আজ একটা মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার। তারা ভাবে, ইউরোপ-আমেরিকার নারীরা পর্দাহীন, তাই নাকি তারা স্বাধীন। আমাদের নারী সমাজ পর্দায় আবদ্ধ, তাই আমরা পিছিয়ে আছি।অথচ এ ভাবনা একেবারে ভুল। কারণ প্রকৃত বিষয় মোটেও এমন নয়। বাস্তবতা হল, তথাকথিত স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে অন্তহীন শ্রম ও উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। তাদের দেখা হয় 'ও কাজ পারে কিনা', 'ও ডেলিভারি দিতে পারবে কিনা', আর সুযোগ পেলে অনেক সময় হয়—উপভোগের এক বস্তু। রেস্টুরেন্ট ও হোটেল-সার্ভিসে নারী ওয়েটারদের ছোট পোশাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় কেবল 'আকর্ষণ' বাড়াতে। ইউরোপের বড় বড় দেশে—যেমন জার্মানি, সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড—সেখানে NLC (National Logistics Companies)-এর অধীনে বিশাল বিশাল ট্রাক ও ট্রলার চালায় মেয়েরাও। তারা দিনের পর দিন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গাড়ি চালায়। পুরুষ চালক যেমন পথের মাঝে থামে, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চা খায়, রাত হলে রাস্তার পাশের হোটেলে ঘুমিয়ে নেয়, নারী চালকেরাও আজ সেই একই কাজ করছে।তুমি নিজেই ভাবো—এটা কি নারীর প্রকৃত সম্মান? এসব মেয়েরা সম্মান লাভ করেছে নাকি লাঞ্চিত হচ্ছে?

• নারী-স্বাধীনতার নামে ধোঁকা

একবার তাবলিগ জামাতের একটি দল স্কটল্যান্ডের এডিনবারা শহরে গিয়েছিল। সন্ধ্যার মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে। মসজিদের দোয়া-দরুদ শেষ করে সবাই যে যার মতো বের হচ্ছিল। এমন সময় এক বিদেশিনী তরুণী এগিয়ে এসে জামাতের এক যুবক-সাথীর কাছে জানতে চাইল, 'ডু ইউ স্পিক ইংলিশ?'যুবক বিনয়ের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, বলতে পারি।মেয়েটি প্রশ্ন করল, তোমরা এখানে কী করছো?যুবক বলল, আমরা আল্লাহর ইবাদত করেছি।মেয়েটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ তো সানডে (রবিবার) নয়! আবার কিসের ইবাদত?যুবক বললো, আমরা সপ্তাহের কোনো একদিন নয়— প্রতিদিন, দিনে পাঁচবার আমাদের রবের ডাকে সাড়া দিই। জীবনের সব কিছু তাঁরই দান। তাই পাঁচবার দেখা করি।এ কথা শুনে মেয়েটি কিছুক্ষণ নীরব। তারপর এগিয়ে এসে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্য।যুবকটি মাথা নীচু করে নম্রভাবে বললো, দুঃখিত, আমি আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে পারব না।মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, কেন?জবাবে সে বললো, এই হাত আমি আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে স্পর্শ করি না। এই হাত আমার স্ত্রীর আমানত। অন্য কোনো নারীর সঙ্গে এ স্পর্শ হতে পারে না।মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। মাটিতে বসে হুহু করে বিলাপ করতে লাগল। বলতে লাগল, তোমার স্ত্রী কতটা সৌভাগ্যবতী! ইশ! আমাদের ইউরোপের পুরুষরা যদি এমন হতো!এটা

ছিল শুধু একজন তরুণীর কান্না নয়; বরং পুরো পাশ্চাত্যের নারীদের অশ্রু, যারা স্বাধীনতার নামে ধোঁকা খেয়ে ভালোবাসা আর নিরাপত্তাহীনতায় ক্লান্ত।

• ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়—এই কেমন স্বাধীনতা?

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী কত সুন্দর করে বলেন, এই যুগে একটা ভয়ানক ভুল চিন্তা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়, নারী যদি ঘরে থেকে স্বামী-সন্তান, মা-বাবা আর ভাই-বোনের জন্য রান্না-বান্না করে, ঘর গুছিয়ে রাখে, তাহলে এটা নাকি অপমান আর বন্দিত্ব!কিন্তু সে নারী যদি পরপুরুষের খাবার রান্না করে, হোটেল বা উড়োজাহাজে তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকে, দোকানে মিষ্টি হাসি দিয়ে গ্রাহককে আকৃষ্ট করে, অফিস-আদালতে বসদের মনোরঞ্জনে লিপ্ত হয়, তাহলে সেটাই হয়ে যায় 'মর্যাদা' ও 'স্বাধীনতা'! ইন্নালিল্লাহি ...আরো বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই তথাকথিত আধুনিক নারী বাইরে আট ঘণ্টা চাকরি করে আর ঘরে ফিরে আগের মতোই রান্না, ধোয়া-মোছার দায়িত্ব পালন করে। এই কি স্বাধীনতা? নাকি দ্বিগুণ পরিশ্রমের বন্দিত্ব?ইউরোপ-আমেরিকার বহু নারী আজ এই দমবন্ধকরা চক্রে পিষ্ট হচ্ছে।

• অর্ধেক জনশক্তি—এই যুক্তির প্রতারণা

তিনি আরো বলেন, আরেকটি যুক্তি বারবার শোনা যায়, জাতীয় উন্নতির যুগে নারীদের ঘরে বসিয়ে রাখা চলে না। আমরা কি দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে কর্মহীন রাখব?এই কথা এমনভাবে বলা হয়, যেন দেশের সকল পুরুষের কর্মসংস্থান ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে! যেন চাকরির বাজারে আর কোনো প্রতিযোগিতা নেই!কিন্তু বাস্তবতা হলো, যেখানে একটি ক্লিনার কিংবা পিয়নের পদ খালি হলে দশ-দশটি মাস্টার্সধারী যুবক দরখাস্ত জমা দেয়, সেখানে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়া কতটা যৌক্তিক?প্রথমে তো পুরুষদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব পালন করুন, তারপর না হয় 'অবশিষ্ট অর্ধেক' জনশক্তির কথা ভাববেন।

• ইসলাম নারীদের ঘরের রাণী বানিয়েছে

ইসলাম কখনো নারীদের কাঁধে উপার্জনের দায়িত্ব দেয়নি। মেয়ে হলে—তার খরচ চালাবে বাবা। বোন হলে—দেখভাল করবে ভাই। স্ত্রী হলে—সব খরচের দায়িত্ব স্বামীর। আর মা হলে—তার খরচ চালাবে সন্তান।মানে, মেয়েটা জীবনের কোনো সময়েই নিজের আয় দিয়ে চলার কষ্ট পাবে না। সব সময়ই কোনো না কোনো আপন পুরুষ তার দায়িত্ব নেবে।ইসলাম বলে, নারীরা ঘরের রাণী। পুরুষরা ঘাম ঝরিয়ে কামাই করে তাদেরকে দিবে। নারীরা শুধু সন্তানদের লালন-পালন করবে। ঘরকন্নার কাজ সামলাবে। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন, নারীদেরকে প্রকৃত মর্যাদা কে দিয়েছে? ইসলাম নাকি পাশ্চাত্য সমাজ?

• নারীদের প্রতি ইসলামের কোমল দৃষ্টি কেন?

যদি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, দেখবেন, ইসলাম নারীদের প্রতি বিশেষ কোমলতা আর মমতা দেখিয়েছে। কেন? এর কারণ দুটো—প্রথমত, শারীরিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় একটু দুর্বল আর নরম। এটা আল্লাহ তাআলা তাদের এমন করেই বানিয়েছেন। এতে দোষের কিছু নেই। বরং এই কোমলতা দিয়েই তারা সন্তানকে আগলে রাখে, সংসার গড়ে তোলে।দ্বিতীয়ত, নারীদের মন খুব কোমল। তারা সহজেই কেঁদে ফেলে, ভালোবাসে, মায়া-মমতা দেয়। এই আবেগ ও কোমলতাই নারীদের আসল সৌন্দর্য। এটা কোনো ত্রুটি নয়। বরং এটাই নারীর বড় গুণ।শারীরিক ও মানসিক কাঠামোর এই স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব-বণ্টনেও ভারসাম্য রেখেছেন। পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন তার শক্তি-সাহস অনুযায়ী দায়িত্ব। আর নারীর উপর দিয়েছেন তার কোমলতা ও সক্ষমতার উপযোগী দায়িত্ব।এই ভারসাম্যই আল্লাহর বানানো পৃথিবীর সৌন্দর্য।

• আল্লাহর সুপারিশ

আমাদের শায়খ ও মুরশিদ মাহবুবুল ওলামা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দা বা বলেন, আল্লাহ তাআলা নিজেও পুরুষদের কাছে নারীদের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف

তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তমভাবে জীবন যাপন করো। [সূরা আন-নিসা :১৯]তিনি বলেন, দুনিয়াতে কারো বোন সুপারিশ করে, কারো মা সুপারিশ করে, কারো স্ত্রী বা ফুফু, খালা সুপারিশ করে—এভাবেই আপনজনরা একে অপরের হয়ে সুপারিশ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ নিজেই নারীদের সম্মান ও অধিকারের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। এটাই আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, তিনি নারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সরাসরি আদেশ দিয়েছেন।

নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে প্রতিদান ও সম্মান

ইসলাম নারীর প্রতি কতটা স্নেহশীল, তা বুঝতে হলে নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে আল্লাহর দেওয়া সওয়াব ও পুরস্কারের কথা জানা জরুরি।ইসলাম তাকে সম্মান দিয়েছে কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, এমনকি বৃদ্ধা হিসেবেও।

• কন্যাশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া: এক অপার রহমত

ইসলাম এমন এক ধর্ম, যেখানে কন্যা শিশুর জন্মকে অভিশাপ নয়; বরং রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِنَّ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে ধৈর্যের সাথে তাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখ সহ্য করে লালন-পালন করবে, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে তাদের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।নবীজির পবিত্র যবান থেকে এ কথা শুনে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন وَاثْنَتَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ হে আল্লাহর রাসূল, যদি দুইটি হয়?রাসূল ﷺ বললেন وَاثْنَتَانِ অর্থাৎ, দুইটিও হলে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে তাদের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।আরেকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: يَا رَسُولَ اللهِ وَوَاحِدَةٌ؟ আর যদি একটি হয়?রাসূল ﷺ বললেন وَوَاحِدَةٌ একটিও হলে। [মুসতাদরাক হাকিম : ৪/১৭৬]

• নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা

বিয়ে-শাদির পর যখন এক মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে সংসার শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে সে স্বামীর সাথে আনন্দঘন জীবন যাপন করতে থাকে। সংসারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে। একসময় আল্লাহ তাআলা তাকে মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। এই অবস্থায় ইসলামে সেই নারীর জন্য রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: أَفَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا ، وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

তোমাদের কারো জন্য কি এই সম্মান যথেষ্ট নয় যে, যখন সে স্বামীর সন্তান ধারণ করে এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেই সময়টাতে সিয়াম পালনকারী ও আল্লাহর রাস্তায় রাত্রি জেগে নামায আদায়কারীর সমান সওয়াব লিখে দেন। [শু'আবুল ঈমান : ৮২৮৮, আলমু'জাম, তাবরানী : ৬৯০৮]

• ব্যথা, আর তার বিনিময়ে সাওয়াব

যখন কোনো নারী মা হওয়ার পথে থাকে, সন্তানের জন্ম যত কাছাকাছি আসে, তার কষ্টও ততই বেড়ে যায়। এক সময় সেই প্রসব যন্ত্রণায় কঠিন মুহূর্ত পার করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ব্যথার মাত্রা প্রায় ৫৭ ডেল! যেখানে মানুষ সাধারণত ৪৫ ডেলের বেশি ব্যথা

সহ্যই করতে পারে না। তুলনা করে বলা যায়, একসাথে ২০টা হাড় ভেঙে গেলেও এর চেয়ে কম কষ্ট হয়। এই ব্যথার প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি নিঃশ্বাস—আল্লাহর কাছে অমূল্য। এমনকি সেই সময় জান্নাতের দরজাও নারীর জন্য খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন إِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

যখন একজন নারীর প্রসব বেদনা শুরু হয়, তখন আসমান-জমিনের কেউ জানে না—আল্লাহ তার জন্য কী অপার আনন্দ, শান্তি ও চোখের শীতলতা লুকিয়ে রেখেছেন। [মাজমাউজজাওয়াইদ : ৪/৩০৫]

• সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী নারী ‘শহীদ

’যে নারী সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদের মর্যাদা পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনوَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ

যে নারী গর্ভকালীন অবস্থায় বা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। [আবু দাউদ : ৩১১১]

• মায়ের দুধের প্রতিটি ফোঁটায় সওয়াব

একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেয়, তখন তার কষ্টের কোনো তুলনা হয় না। আর যখন সে সন্তানের মুখে দুধ তুলে দেয়, তখনও তার জন্য আল্লাহর দরবারে জমা হতে থাকে অসংখ্য নেকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جُرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَمْ يَمُصَّ مَصَّةً إِلا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ

যখন কোনো মা সন্তান প্রসব করে, তারপর তার বুকের দুধের একটি ফোঁটাও সন্তান পান করলে এবং শিশুটি যখন একবার চুষে নেয়, তখন প্রতিটি ফোঁটা ও প্রতিটি চুষার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি করে নেকি লিখে দেন। [শু‘আবুল ঈমান : ৮২৮৮] এভাবেই মা শুধু সন্তানকে লালন-পালন করেন না; বরং প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে সওয়াবের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে চলেন।

• মায়ের নিদ্রাহীন রাতের পুরস্কার

যে মা সন্তান জন্ম দেয়, সে শুধু তখনই সওয়াবের হকদার নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন فَإِنْ أَسْهَرَها لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تُعْتِقُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

যদি সেই সন্তান কোনো রাতে অসুস্থ হয়, কান্না করে বা অন্য কোনো কারণে মাকে জাগিয়ে রাখে, আর মা ধৈর্য ধরে তাকে আদর-যত্ন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই মায়ের জন্য এমন সওয়াব লিখে দেন, যেন সে আল্লাহর রাস্তায় নিখুঁত সত্তরজন গোলাম আযাদ করেছে। [আবু নুআইম : ৭০৮৯, মাজমাউজজাওয়াইদ : ৪/৩০৫]আল্লাহু আকবর! কী মহান পুরস্কার!

• সন্তানকে কুরআন শেখানোর ফজিলত

একজন মা যখন তার সন্তানকে কুরআন শেখানোর জন্য পাঠায়, তার হিফজ, তিলাওয়াত শেখায়— তখন সে শুধু দুনিয়ার নয়; বরং আখিরাতের জন্যও অসংখ্য সওয়াব অর্জন করে। কারণ, হাদিসে এসেছে مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার ওপর আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে এমন একটি মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও সুন্দর। [আবু দাউদ : ১৪৫৩]

• সংসারের কাজেও নারীর জন্য সওয়াব

প্রিয় বোনেরা! আমাদের সমাজে সব নারী-ই সংসারের কাজ করেন। ঘর ঝাড়ু দেন, কাপড় পরিষ্কার করেন, রান্না-বান্না করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা ঘরের কাজ সামলান। অনেকেই ভাবেন, এগুলো বুঝি শুধু দুনিয়ার কাজ। অথচ ইসলামে এসব কাজও ইবাদত, যদি নিয়ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে মহিলা স্বামীর ঘরের অগোছালো জিনিস গুছিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নেকি দান করবেন, তার গুনাহ মাফ করবেন।

এবার চিন্তা করুন, নারীরা প্রতিদিন কত শত কাজ করেন! রান্নাঘরেই কত কিছু গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের মা-বোনেরা এই কাজগুলো মানুষকে দেখানোর জন্য করেন। যেন কেউ নোংরা না বলে, কেউ সমালোচনা না করে। এই নিয়ত করলে কোনো সওয়াব নেই।

• নিয়ত শুদ্ধ করুন

এজন্য আসল কাজ হলো, নিয়ত শুদ্ধ করা। নিয়ত শুদ্ধ হলে, ঘরদোর ঝাড়ু দিতেও সওয়াব, রান্না করতেও সওয়াব, কাপড় ইস্ত্রি করতেও সওয়াব। যেমন, এক মহিলা তরকারি রান্না করছে। রান্নার সময় একটু পানি বেশি দিল। এই নিয়ত করলো, যদি মেহমান আসে, তাকে যেন খাওয়াতে পারি, কিংবা প্রতিবেশীকে দিতে পারি। এই নিয়ত করার কারণে আল্লাহ তার জন্য সেই খাওয়ানোর সওয়াব লিখে দেবেন।দীন শিখা ফরজরাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

‘প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য দীনের ইলম শিক্ষা করা ফরজ।’এখনকার নারীরা দীন শেখে না। গোসলের মাসআলাও জানে না। অথচ এসব না জানলে সওয়াব পাওয়ার সুযোগ মিস হয়ে যায়।

• ঘর পরিষ্কারের আসল নিয়ত কী হওয়া উচিত?

অনেকে শুধু এই ভয়ে পরিষ্কার করেন যে, লোকজন কি বলবে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেনإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। [সূরা বাকারা : ২২২]আর রাসূল ﷺ বলেছেনالطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। [সহীহ মুসলিম : ২২৩]তাই করণীয় হল, ঘর পরিষ্কার করার সময় এই নিয়ত করুন— আল্লাহ পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন। রাসূল ﷺ বলেছেন পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিষ্কার করছি।ফার্নিচার পরিষ্কার করা, জামাকাপড় ইস্ত্রি করা, রান্না করা— সব কাজেই এই নিয়ত করলে প্রতিটি কাজের বদলে আল্লাহ আপনাকে সওয়াব দেবেন। কারণ তখন আপনার কাজ শুধু দুনিয়ার কাজ থাকবে না; হয়ে যাবে ইবাদত।আল্লাহ আমাদের সবাইকে নিয়ত বিশুদ্ধ করার তাওফিক দিন—আমীন।

• শিশুদের সঠিক শিক্ষা না হওয়ার মূল কারণ

আজকাল মেয়েরা মা হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কীভাবে সন্তানের তারবিয়াত দিতে হয়, কীভাবে তাকে সঠিক মানুষ গড়ে তুলতে হয়— সে শিক্ষা তাদের নেই। কারণ, নিজেরাও তো সঠিকভাবে দীনী তারবিয়াত পায়নি। এরা কীভাবে সন্তানকে শিখাবে!এটাই আজকের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই কারণেই আমাদের ঘরে ঘরে সন্তানরা সঠিক শিক্ষা, আদব-আখলাক আর ইসলামী চেতনাতে বড় হচ্ছে না।এক সময় ছিল, মায়েরা সন্তানদের মানুষ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। সন্তানের অন্তরে ঈমান, আল্লাহভীতি, সত্যবাদিতা, দয়া আর আদর্শ জীবনের বীজ বপন করতেন। আমি আপনাদের সামনে একটা ঘটনা শুনাবো। যার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন, পূর্বের নেককার মায়েরা কীভাবে সন্তানদের দীক্ষা দিতেন, কীভাবে তাদের আদর্শ মানুষ বানাতেন।চলুন সেই শিক্ষামূলক ঘটনাটি শুনে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য নতুন করে ভাবতে শিখি।

• ঈমান শিক্ষা দেওয়ার এক অনুপম ঘটনা

দিল্লিতে একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন– হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহ.। তাঁকে মোঘল বাদশাহরাও পীর মানতেন। তাঁর কবর কুতুব মিনারের একদম কাছেই। সেই মিনারের নামও তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।শৈশবে তাঁর জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যা সত্যিই শিক্ষা দেয় কীভাবে ঈমানের বীজ শিশুর হৃদয়ে রোপণ করতে হয়।তখন তিনি সদ্য মাদরাসায় যাওয়া শুরু করেছেন। তাঁর মা-বাবা চিন্তা করলেন, প্রথম কাজ হবে এই শিশুর অন্তরে আল্লাহর উপর নির্ভরতা, তাওয়াককুল শেখানো। যাতে সে মাখলুকের দিকে না তাকিয়ে, সব চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছেই করে।

মা এক কৌশল নিলেন। পর দিন মাদরাসা থেকে আসার আগেই খাবার রান্না করে লুকিয়ে রাখলেন।বখতিয়ার কাকী বাড়ি ফিরে বলল, মা, খুব ক্ষুধা পেয়েছে। খাবার দাও।মা বললেন, বাবা! খাবার তো আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তিনি খাবার দেবেন।শিশুটি জিজ্ঞেস করল, কীভাবে চাইব?মা বললেন, জায়নামায বিছিয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করো।ছোট্ট নিষ্পাপ বাচ্চা জায়নামায বিছিয়ে দোয়া করতে লাগল, 'আল্লাহ! আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। আপনি আমাকে খাবার দিন।'মা বললেন, দোয়া করেছ তো? এবার ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখো, আল্লাহ নিশ্চয়ই খাবার পাঠিয়েছেন।ছেলেটা সারল্য ভরে ঘরের কোণায় কোণায় খুঁজে বেড়াল। হঠাৎ এক জায়গায় খাবার পেয়ে মহাখুশিতে খেয়ে নিল।

এভাবে প্রতিদিন। মা রান্না করে রেখে দিতেন, ছেলে মাদরাসা থেকে ফিরে আল্লাহর কাছে দোয়া করত। খাবার খুঁজে পেত। এই অভ্যাসেই তার অন্তরে গেঁথে গেল আল্লাহর উপর নির্ভরতা।একদিন মা বাড়িতে ছিলেন না। আত্মীয় বাড়ি গিয়ে ভুলে গেলেন খাবার লুকিয়ে রাখতে। হঠাৎ মনে পড়তেই আঁতকে উঠলেন। ভাবলেন, 'ওগো আল্লাহ! আজ তো খাবার রেখে আসিনি। আমার সন্তান এখনো হয়তো তোমার কাছে দোয়া করছে। তুমি আমার মুখ রক্ষা করো। আজ তাকেই তুমি খাবার পাঠিয়ে দাও।'মা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুটলেন। বাড়ি এসে দেখলেন, বখতিয়ার কাকী দিব্যি ঘুমাচ্ছে।মনে মনে ভাবলেন, ক্ষুধার জ্বালায় হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি রান্না করে খাবার লুকিয়ে রাখলেন।

এদিকে ছেলে ঘুম থেকে উঠে বলল, আম্মা! আজকের খাবার এত মজার ছিল যে, এমন সুস্বাদু খাবার কখনো খাইনি।মা বিস্ময়ে বললেন, কোথায় পেলি?ছেলে বলল, মাদরাসা থেকে ফিরে এসে দোয়া করলাম, 'আল্লাহ! আমার ক্ষুধা পেয়েছে, আজ আমার মা নেই। আপনি দয়া করে ভালো খাবার দিন।' দোয়া করে দেখি, বিছানার ওপর খাবার রাখা। আমি খেলাম।মা-ই সন্তানের প্রথম মাদরাসাপ্রিয় বোনেরা! এক সময় ছিল, যখন আমাদের মায়েরা

সন্তানের ছোটবেলা থেকেই ঈমানের আলো জ্বেলে দিতেন। শিখিয়ে দিতেন—বাবা, সব কিছু আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। তিনিই রিজিক দেন, তিনিই বিপদ দূর করেন।
আজকের দিনে এমন কোনো মা আছে কি, যে গর্ব করে বলতে পারে, আমি আমার সন্তানের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছি?কোনো মা কি সকালে বা রাতে খাবার খাওয়ানোর সময় বলে, বাবা, সবসময় সত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলা হারাম। আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করেন না।না— আজ এসব নিয়ে আমাদের কোনো মনোযোগ নেই। অথচ এগুলোই সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার মূল বুনিয়াদ।মায়েরা ভাবে, বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখুন, শৈশবের অভ্যাস সত্তর বছরেও বদলায় না।আজ কেন সন্তানরা বড় হয়ে বাবা-মাকে অবহেলা করে? কারণ ছোটবেলায় আমরা তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি, ভালোবাসা আর নৈতিক শিক্ষা দেইনি।
একটা সময় ছিল, মায়েরা ফজরের পর সন্তানকে কোলে নিয়ে সূরা ইয়াসিন পড়তেন। সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া। রাতে ঘুমানোর আগে সূরা মুলক।আর আজ? সকালেও মা ঘুমায়। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মা টিভি, নাটক, সিনেমা আর সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোলে থাকা শিশু দুধ পান করে, মা তখন পর-পুরুষ দেখে সিনেমার দৃশ্যে।হে মা! বলো, এভাবে রেখে তোমার সন্তান জোনায়েদ বাগদাদী হবে কীভাবে? কিভাবে হবে আব্দুল কাদের জিলানী?মা-ই সন্তানের প্রথম মাদরাসা। এই দায়িত্ব ভুলে গেলে ঘরে দীন আসমান থেকে নেমে আসবে না। তুমি যা শিখাবে, সন্তান তাই শিখবে।

• সংসারে বরকতের রহস্য

এমন সময়ও ছিল, যখন স্বামীরা ব্যবসার জন্য ঘর থেকে বের হতেন। তখন স্ত্রীরা জায়নামায বিছিয়ে ইশরাক কিংবা চাশতের নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন, হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন— হে আল্লাহ! আমার স্বামী হালাল রিজিকের জন্য বের হয়েছে। তার কাজে বরকত দাও, তার রিজিকে বরকত দাও।ঘরে বসে স্ত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন। আর আল্লাহ তাআলা তাদের স্বামীদের জন্য কাজের রাস্তাগুলো খুলে দিতেন, ব্যবসাকে সাফল্যময় করে দিতেন এবং রিজিকে বরকত দান করতেন।

• সারকথা

মুসলিম সমাজে নারী মানেই ঘরের রাণী। একটা ঘরের ভালো-মন্দ, শান্তি-অশান্তি—সব কিছুই অনেকটা নির্ভর করে নারীর চরিত্র আর দীনদারির উপর। যদি মা দীনদার হয়, ভালো গুণের অধিকারী হয়, তাহলে তার সন্তানরাও দীনদার, ভালো চরিত্রের মানুষ হয়ে বড় হবে। তাদের ভেতরেই গড়ে উঠবে আল্লাহভীরুতা ও নবীর ﷺ প্রেম।তাই মুসলিম নারীদের দীনের শিক্ষা দেওয়া, আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে তোলা—এই সময়ের সবচেয়ে জরুরি কাজ। জনৈক ব্যক্তি চমৎকার বলেছেন

مرد پڑھا فرد پڑھا
عورت پڑھی خاندان پڑھا

পুরুষ শিক্ষিত হলে একজন মানুষ শিক্ষিত হয়।
আর নারী শিক্ষিত হলে পুরো পরিবার শিক্ষিত হয়।

সুতরাং যদি চাই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দীনের আলোয় উজ্জ্বল হোক; তবে আমাদের মায়েদেরই আগে দীনের আলোয় গড়ে তুলতে হবে।আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন—আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পথিক! তুমি পথ হারিয়েছ!

বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ অসীম। বান্দাকে তিনি দান করেছেন অসংখ্য নেয়ামত। তাঁর বড় নেয়ামতসমূহের একটি পোশাক, যার কথা আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে বলেছেন। পোশাক হচ্ছে নর-নারীর অঙ্গের ভূষণ এবং লজ্জার আবরণ। আল্লাহ রাববুল আলামীনের নিকট বান্দার পোশাক-শোভিত রূপটিই পছন্দনীয়। তাই বিশেষভাবে ইবাদতের সময় তিনি বান্দাকে আদেশ করেছেন যেন সে পোশাক-সৌন্দর্য গ্রহণ
করে। পক্ষান্তরে শয়তানের কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে মানুষের নগ্ন ও বিকৃত রূপ। আর তা হবেই না কেন, সে তো আদম সন্তানের প্রকাশ্য দুশমন। দু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কার পছন্দ গ্রহণ করব-রাহমানের, না শয়তানের?

দুই.

পোশাকের মানদন্ডে বিচার করলেও বোঝা যায় পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে শয়তা নের প্রতিভূ। আর এ কারণেই পশ্চিমা আদর্শের অনুসারীদের পোশাক দিন দিন সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্রথমে

পোশাক ছিল হাটুর নীচ পর্যন্তর্য , এরপর তা উঠে এল হাটুর উপরে। এরপর এল প্যান্ট-ফতুয়া, এল নেটের জামা, এল টাইটস-সর্টস। যেন হাদীসে বর্ণিত ‘পোশাক পরিহিতা নগ্ন নারী’র দৃষ্টাদৃন্ত একের পর প্রকাশিত হতে লাগল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা বেহেশতের ঘ্রাণটুকুও পাবে না। বেদনার বিষয় এই যে, এই সব দৃষ্টা দৃ ন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মুসলিম-সমা জে। পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের তাহলে কোন দিকে নিয়ে চলেছে?

তিন.

বোন! আমরা ভুল পথে চলেছি। পশ্চিমা সংস্কৃতি কখনো

আমাদের অনুকরণের বস্তু হতে পারে না। ঐ সভ্যতায় কি

নারীর বিন্দুমা ন্দু ত্র মর্যা দা আছে? সেখানে তো নারী নিছক ভোগের বস্তু। বিভিন্ন উপায়ে নারীকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে পুরুষের আনন্দের চিতায় আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য। এতেই নাকি আধুনিক! নারীর পরম মোক্ষলাভ!

প্রিয় বো ন! তুমি যদি হও স্বচ্ছ দৃষ্টিদৃ র অধিকারী, তোমার বুকে যদি থাকে মিথ্যা কে প্রত্যা খ্যান করার শক্তি তাহলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর ঐসব প্রতারণার প্রলোভন এবং ফিরে এসো সেই পথে, যার শেষে আছে চির শান্তির আশ্রয়। তোমার উপর বর্ষিত হোক রাববুল আলামীনের অপার করুণা।

(উম্মে হানী বিনতে আহমদ)

মুসলিম বোনদের প্রতি খোলা চিঠি

প্রিয় বোন, বিশ্বাস কর তোমার সমালো চনা করা আমার
অভিপ্রায় নয়। তোমাকে মন্দ ঠাওরানোতেও কোনো লাভ নেই আমার। পর্দা মেনে চল বা না চল, যেহেতু তোমার মাঝে ঈমান আছে তাই তুমি আমার বোন। গোড়ায় আমাদের বাবা ও মা অভিন্ন। আমাদের বিশ্বাস ও আদর্শ অভিন্ন। যে দেশ বা যে ধর্মেরই হও না কেন আদি পিতার এ সম্পর্ক নস্যাৎ করে সাধ্য কার? আমা র মিনতি, কথাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলাও। একটুখানি ভেবে দেখ খোলা মনে।

ভেবো না পৃথিবী আজ অনেক দূরদূ এগিয়ে গেছে। সাফল্য ও সমৃদ্ধির শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়েছে। ধুলির ধরা ছাড়িয়ে মানুষ এখন পৌঁছেপৌঁ গেছে নানা গ্রহে-উপগ্রহে। সারা বিশ্ব এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। সুতরাং এখন পর্দা করা মানে মধ্যযুগেফিরে যাওয়া! পর্দা করা মানে নিজেকে বঞ্চিত করা! আমাদের মুক্তি নারী স্বাধীনতায়! মুক্তি ইসলাম উপেক্ষায়!

ইতিহাস পড়ে দেখ, ইসলামই সর্বপ্রর্ব থম নারীকে মুক্তি দিয়েছে। নারীকে ভোগের পণ্য হতে দেয়নি শান্তির ধর্ম ইসলাম। একমাত্র ইসলামই কন্যা সন্তান প্রতিপালনে পুরস্কা র ঘোষণা করেছে। ইসলামই পুরুষের চারি ত্রিক শুচিতা যাচাইয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্যের কথা বলেছে। ইসলামে কোনো সুযোগ রাখা হয়নি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে বউ নিয়ে সুখে থাকার অথবা জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্তর্য কোনো পর্বে মাকে অবমূল্যায়ন করার। স্ত্রী, কন্যা ও মাতা-নারী জীবন তো এর বাইরে নয়। এ ক্ষেত্রত্রয়ের কোনোটিতেই ইসলামের চেয়ে বেশি দিতে পারেনি কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি।
আমার ভার্সিটিপড়ুয়া কিংবা কর্মজী র্ম বী বোন, তুমি পাশ্চাত্যের মেকি স্বাধীনতায় প্রবঞ্চিত হয়ো না। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর ‘হৃদয়কাড়া’ চিত্র দেখে ধোঁ কায় পড়ো না। নাটক-সিনেমা আর ইউরোপ-আমেরিকার সুখের ছবি দেখে নিজেকে হতভাগী ভেবো না। পশ্চিমা সমাজের একটু ভেতরের খবর নিলেই জানতে পারবে বাস্তব অবস্থা।

যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখ- প্রায়ই পত্রিকায় সংবাদ আসছে পশ্চিমা তরুণীরা স্বাধীনতার (!শেকলে হাঁ ফিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি। উধঁমধঁ যঃবৎ ড়ভ ধহড়ঃযবৎ নামক একটি বইয়ে (কয়েক বছর আগে ঢাকা থেকে ‘অন্যপথের কন্যারা’ নামে

বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে) চল্লিশজন মার্কিন তরুণীর কথিত নারী স্বাধীনতা পরিহার করে পর্দা র ধর্ম ইসলামে আগমনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। তারা সবাই নারী স্বাধীনতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এ স্বাধীনতাকে তারা কৃত্রিমতা ও প্রবঞ্চনা এবং ইসলামের পর্দা র বিধানকে মুক্তি ও সুরক্ষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বৃটেনের সান ডে এক্সপ্রেস পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক রিডলি-যিনি আফগানিস্তানে বোরখা সম্পর্কে তালেবানদের ভূমিকার কঠোর সমালোচক ছিলেন

তিনিই কিন্তু পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলন করে ইসলামের পর্দার ছায়াকে শান্তির ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন। ভারতে খোলামেলা লেখালেখির জন্য আলোচিত মালায়াম ও ইংরেজি ভাষার লেখিকা কমলা দাস এখন ইসলাম গ্রহণ করে পর্দা করছেন। এমন নজির একটি দু'দুটি নয় অনেক। এদের সবাই 'সুশিক্ষিতা'। এরা কেউ আবেগের বশে বা চাপে পড়ে ইসলাম কবুল করেননি।

উচ্চাভিলাষী বোন আমার, ইসলামের সীমানায় থেকে তুমি সবই করতে পার। যদি পড়তে চাও তবে যত ইচ্ছে পড়তে পার। প্রয়োজন হলে কর্মজী র্ম বী হয়ে কাজও করতে পার। শুধুপর্দা লঙ্ঘন করো না। শরীয়তের গন্ডি অতিক্রম করো না। মনে রেখো, ইসলাম তোমার অগ্রযাত্রায় বাধা নয়। পর্দা ও অন্তরায় নয় প্রগতির পথে। ইসলাম চায় তুমি যেখানেই থাক তোমার সতীত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান রক্ষা হোক। তোমার কোমলতা, সৌন্দর্য এবং ভদ্রতা বজায় থাকুক। ইসলাম তোমাকে বন্দী করতে ইচ্ছুক নয়। কোনো চরিত্রহীন যেন তোমাকে কলংকিত না করতে পারে,

ছলে-বলে-কৌশলে তো মাকে অপমানিত না করতে পারে-এইইসলামের অন্বেষা।

আমার স্কুল-কলেজগামী বোন, বখাটেদের ইভটিজিং থেকে বাঁচতে চাও? এসো পর্দার আশ্রয়ে। অমানুষদের এসিড সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে চাইলেও এসো পর্দার নিরাপত্তায়। যৌতুক তোমাকে দিতে হবে না; বরং নগদ মোহরানা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে যদি তুমি হিজাবে সুশোভিত হও। এ আমার দাবি নয়; বা স্তবতা। পরিসংখ্যান দেখলেই জানতেপারবে পর্দা নশীনদের অল্পজনই এসব অমানবিকতার শিকার হয়।

বোন, আধুনিকতার নামে তুমি নিজেকে অসম্মান ও অনিরাপদ করো না। হেদায়েতের আলোক বঞ্চিতদের প্রচার-প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ো না। ওরা বুঝাতে চায়, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উৎকর্ষেরর্ষে এই যুগে আবার ধর্ম কেন? সভ্যতাগর্বী এসব মানুষের অপপ্রচারে তুমি প্রভাবিত হয়ো না। ওরা জানে না এর আগেও পৃথিবীতে তাদের মতো সভ্যতাগর্বী জাতি

ছিল। তারা আজ কোথায়? বল, তাজ মহল এবং পিরামিড যারা গড়েছে তাদের কেউ কি পৃথিবীতে বেঁচেবেঁ আছে? দয়াময় আল্লাহ
কত সুন্দর করে ইরশাদ করেছেন-অর্থ: ‘তারা কি ভ্রমণ করেনি, তাহলে তারা দেখতে, পূর্ববর্ব র্তীদের পরিণা ম কেমন হয়েছিল? তারা পৃথিবীতে ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক। আর শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়ে অধিক প্রবল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কাজে আসেনি।’ (সূরা মুমিন : ৮২)

প্রিয় বোন, তুমি কি জান বেপর্দা র কুফল কী? পর্দা র প্রতি যত অবহেলা করা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ততই বাড়ছে। জাতি হিসেবে আজ আমরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। কিন্তু নারীর প্রতি সামাজিক অনাচার বেড়েছে না কমেছে ? নিত্যনতুন পন্থায় নারীর উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। পর্দা লঙ্ঘনই অবৈধ যৌন সম্পর্কের প্রথম ধাপ আর এই অবৈধ মেলামেশাই যে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে, এইডস-এর মতো নানা রোগ ডেকে আনে, তা বোঝার জন্য তো মুসলিম হওয়ারও প্রয়োজন নেই।
অতএব এসো মুক্তির পতাকাতলে। নিরাপত্তার সুরক্ষিত গন্ডিতে। পর্দা শুধুতোমার ইহকালীন জীবনকে নিরাপদই করবে না, নিশ্চিত করবে তোমার সম্মান ও সমৃদ্ধি। আর আখিরাতে নাজাত পাবে তুমি জাহান্নামের কল্পনা তীত শাস্তি থেকে। চিরশান্তির ঠিকানা জান্নাত হবে তোমার আবাস।
(ইবনে তৈয়ব)

এসো বোন কুরআনের ছায়াতলে

মেয়েরা পর্দার ভিতরে থাকুক, কেউ তাদের দেখতে না পাক এটা কিন্তু অনেক মানুষই চায় না। কেন চায় না তা কি বলার দরকার।আছে? ওরা ওদের মনের কথা স্পষ্ট করে না বলে পর্দা বিধানের বিরোধিতা করে, কুরআন-সুন্নাহর বিরোধি তা করে। আসলে মেয়েরা পর্দায় থাকলে যে ওদের কামনা-বাসনা পূর্ণ হয় না। যেসব মেয়ে বেপর্দা চলাফেরা করে তাদের অবস্থা দেখলেই তো প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কত ধরনের হয়রানি যে তাদের পোহাতে হয় তার কোনো সীমা নেই। দৈনিক পত্রিকা খুললে কি
মনে হয় না যে, দ্বীন ও ঈমানহীন এই সমাজ নারীদের জন্য
বাসযোগ্য নয়? তাই আমি সকল বোনকে মুক্তকণ্ঠে ইসলামের দিকে আহবান জানাই।

যারা পশ্চিমাদের প্ররোচনায় অসম্মানকেই সম্মান, বঞ্চনাকেই প্রাপ্তি এবং অন্যের উপভোগের বস্তু হওয়াকেই আনন্দের বিষয়
মনে করছ তাদের বলব, বোন, একটু থাম। একটু চিন্তা কর। ঐ ভুলের পথে আর যেয়ো না। তুমি এসো কুরআনের ছায়াতলে।

একমাত্র কুরআনই তোমাকে দান করবে প্রকৃত সম্মান।

শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে তুমি হয়ত ভাবছ, এই যুগে কি পর্দা করা সম্ভব? কিন্তু চিন্তা করে দেখ, তা যদি সম্ভবই না হবে তাহলে তোমার মতো অসংখ্য নারী কীভাবে পর্দা বিধান মেনে চলছে? কীভাবে তারা এই অসম্ভবকে সম্ভব করছে? আল্লাহ তাআলা তো কোনো অসম্ভব বিষয় বান্দার উপর চাপিয়ে দেননি।

পক্ষান্তরে তুমি চিন্তা করে দেখ, অসংখ্য লম্পট পুরুষ তোমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিদৃ তে তাকিয়ে আছে, তোমার উন্মুক্ত রূপ-যৌবন দর্শন করে বাসের হেলপার, কুলি-মজুরজু, ভদ্রবেশি কামুক পুরুষ সকলেই দর্শনসুখ চরিতার্থকরছে, তুমি কি তা মেনে নিতে পার? যদি না পার তাহলে নি জেকে আবৃত করা ছাড়া আর কী উপায় আছে? শত কামুকের লোলুপ দৃষ্টিদৃ সহ্য করার চেয়েও কি পর্দা
করা কঠিন? তুমি হয়তো বলবে, আমি আমা র মতো চলব। এতে অন্য পুরুষ কুচিন্তা করবে কেন? বোন! এই কেনর কোনো জবাব নেই। শুটকি মাছ খোলা পেলে বিড়ালের জিবে জল ঝরবেই। কেন ঝরবে-এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।

বোন! তুমি কি দেখেছ, দৈনিক পত্রিকাগুলি তে আমরা কীভাবে শিরোনাম হই? ছয় থেকে ষাট এবং গ্রাম থেকে শহর কোথায় কোন বয়সে আমরা নিরাপদ? আসলে আমরা শুধুনিরাপদ আমাদের স্রষ্টার কাছে। আর তাঁ র বিধানের ছায়ার মাঝে।
(জান্নাতুল ফেরদৌস)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন।